SEM – II CC – 3 (H)

প্রশ্ন যোগমতে চিত্ত বলতে কি বোঝায়? (Yoga Philosophy- What is Citta?) ৫/২

উঃ- মহর্ষি পতঞ্জলির মতে চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ, স্বাভাবিক ভাবেই প্রথমে প্রশ্ন ওঠে, চিত্ত কি? মহর্ষি পতঞ্জলি ও ভাষ্যকার ব্যাসদেব বিভিন্ন স্থলে বুদ্ধি ও মনকে চিত্ত বলেছেন, সাংখ্যমতে ত্রিগুনময়ী প্রকৃতির প্রথম বিকার হলো মহৎ, মহতের বিকার বুদ্ধি এবং বুদ্ধির বিকার অহংকার। অহংকারের অন্যতম বিকার হলো মন। এগুলিকে একসঙ্গে সাংখ্যদর্শনে চিত্ত বলা হয়। সাংখ্যের এই মত যোগদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে, সুতরাং যোগসম্মত চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুনময়ী, স্বাভাবিক ভাবেই চিত্ত জড় ও অচেতন। তবে চিত্ত ত্রিগুনময়ী হলেও তাতে কালবিশেষে সত্ত্বগুনের আধিক্য থাকে। সত্ত্বের আধিক্য বশত পুরুষের সান্নিধ্যে পুরুষের চৈতন্য চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়, এর ফলে চিত্তকেও তখন চেতন বলে মনে হয়। বলাই বাহুল্য যে, চিত্তে সর্বদা সত্ত্বের আধিক্য থাকে না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুনের তুলনামূলক তারতম্যে যোগদর্শনে পাঁচ প্রকার চিত্তভূমি স্বীকার করা হয়েছে।

প্র: যোগমতে চিত্তভূমি ব্যাখ্যা কর:- (১০)

উঃ সাধারণত চিত্তের ভূমি বা অবস্থাকে বলে চিত্তভূমি, কিন্তু যোগমতে চিত্তের সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থাই হলো চিত্তভূমি (চিত্তস্য সহজাবস্থা:), চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থা পাঁচপ্রকার: (১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র ও (৫) নিরুদ্ধ,
যে ভূমিতে চিত্ত স্বভাবতই অত্যন্ত অস্থির, তাকেই ক্ষিপ্ত বলা হয়, ক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্ত রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, কোন বিষয়ের প্রতিই স্থিরভাবে আকৃষ্ট হয়না, চিত্তের এই অবস্থা এত বলবান যে, সাধারণ মানুষ এর প্রভাবে পাগলের মত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ করে।

চিত্তের দ্বিতীয় ভূমি হল মূঢ়, প্রবল রাগ ও মোহের বশীভূত চিত্তের যে মুগ্ধ অবস্থা তাই মূঢ়ভূমি, মূঢ় অবস্থায় তমোগুণের প্রাধান্যহেতু চিত্ত ভালমন্দ বিচার করতে সমর্থ হয়না, মোহগ্রস্থ চিত্তে নিষ্ক্রিয়তা, আলস্য, তন্দ্রা সঞ্চার করে। চিত্তের এই অবস্থা কিংকর্তব্যবিমূঢ় এক অবস্থা।

চিত্তের তৃতীয়ভূমি হল বিক্ষিপ্ত, এই অবস্থা ক্ষিপ্ত অবস্থা সদৃশ হলেও তা থেকে কিঞ্চিৎ উন্নত, এই অবস্থায় সময় বিশেষে জ্ঞানে চিত্তের স্থৈর্য, চিত্তকে স্থির করা যায় এবং তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানে চিত্তের আগ্রহ দেখা যায়, সাময়িক ভাবে চিত্ত কোন বিষয়ে নিবিষ্ট হলেও তা স্থায়ী হয়না, পরক্ষণেই চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্ত তমঃ এর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, কিন্তু রজঃ এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, ও বিক্ষিপ্ত — এই তিন অবস্থায় যোগ সম্ভব নয়।

চিত্তের চতুর্থ ভূমি হল একাগ্র। একাগ্র অবস্থায়
চিত্ত তমের প্রভাবের সঙ্গে রজের প্রভাব থেকেও
সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। এই অবস্থায় সত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ
লক্ষ্য করা যায়, একাগ্রভূমিতে (এই ভূমিতে চিত্তের এক
অগ্র বা অবলম্বন) চিত্ত কোন একটি বিশেষ বিষয়ে
নিবিষ্ট থাকে অর্থাৎ চিত্ত একটিমাত্র বিষয়ের আকারে
আকারিত হয়ে স্থির ও অচঞ্চলভাবে অবস্থান করে।
চিত্তের এই অবস্থা যোগানুকূল। বস্তুত এই অবস্থায়
চিত্ত সমাধিস্থ হয় এবং এই সমাধিকে বলা হয়
সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

চিত্তের পঞ্চম তথা শেষ ভূমির নাম নিরোধ।
এই অবস্থায় চিত্তের সর্বপ্রকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়।
এই স্তরে চিত্ত শান্ত ও সমাহিত। অবলম্বনহীন
এই চিত্ত ভূমিতে পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করে।
"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্" — (যোগসূত্র ১/৩)।
'যোগ' বলতে এইরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই বোঝানো
হয়। এই অবস্থায় চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরোধ হলেও
দেহের কোন বিকার হয় না, কারণ দেহে তখন আত্মা
অবস্থান করে। যোগীর এই অবস্থা প্রমাণ করে যে,
আত্মা চিত্ত থেকে ভিন্ন। আত্মা চিত্ত থেকে ভিন্ন
না হলে চিত্তের নিরোধে দেহের বিনাশ হত। চিত্তবৃত্তির
সম্পূর্ণ নিরোধই আত্মার যে অবস্থান, তাই আত্মার
স্বরূপে অবস্থান। এই অবস্থায় যে সমাধি হয়,
তাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়।